শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৯, ৪ সংখ্যা, ১৬ ভাদ্র ১৪২২ (৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

বিশেষ জন্মাষ্টমী সংখ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ

হিন্দুদের কাছে 'জন্মাষ্টমী' এক বিশেষ উৎসব। একে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বলে। এই উৎসবের আরও অনেক নাম আছে। যেমন, — 'কৃষ্ণাষ্টমী', 'সাটম আঠম', 'গোকুলাষ্টমী', 'অষ্টমী রোহিনী', 'শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী', 'শ্রী জয়ন্তী' ইত্যাদি। তবে 'জন্মাষ্টমী' নামটিরই বেশী প্রচলন।

প্রচলিত কথা অনুসারে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল রাত বারটায়, মামা কংসের কারাগারে। হিন্দু ক্যালেণ্ডার অনুসারে জন্মাষ্টমী পালিত হয় শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি যখন রোহিনী নক্ষত্রে প্রবেশ করে সেই মুহূর্তে। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর আগের দিন, সপ্তমীতে এই ব্রতের উপবাস শুরু হয়। রাত বারটা বাজার পর কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে কৃষ্ণের পূজা ও আরতি হয়। পূজার শেষে উপবাসী ভক্তেরা প্রসাদ গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করে।

উত্তর ভারতে ছোট ছেলেমেয়েরা কৃষ্ণের মূর্তি সাজায়। তারা ছোট্ট পালঙ্কে বালকৃষ্ণের মূর্তি সাজিয়ে ঘরের সামনে রাখে। কেউ আবার কংসের কারাগার বানায়, সেখানে বসুদেব, দেবকীর মূর্তি, পাহারাদারদের মূর্তি দিয়ে সাজায়। অনেকে এর সাথে আরো অনেক খেলনা দিয়ে সাজায়। এই সব মূর্তি সাজানো দেখতে অনেক মানুষজন আসেন। কোনো অঞ্চলে এই উপলক্ষে ছোটোকাটো মেলাও বসে যায়। কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মথুরায়। তাই সব থেকে বড় উৎসবটি হয় মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিরে। এছাড়াও সেখানকার বাঁকেবিহারী মন্দিরেও উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়। মথুরা ছাড়াও গোকুল এবং বৃন্দাবনের সঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যকাল জড়িয়ে আছে। এই দুই স্থানেও জন্মাষ্টমী উৎসব খুব ধুমধাম সহকারে পালিত হয়ে থাকে।

গুজরাট রাজ্যের দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজত্ব করতেন বলে কথিত আছে। দ্বারকার দ্বারকাধীশ মন্দিরে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। জম্মুতে এদিন জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে ঘুড়ি ওড়ানো হয়।

পূর্বভারতের . রাজ্যগুলির মধ্যে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে এই উৎসব পালনের প্রচলন আছে। ওড়িশার পুরী এবং পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে এই উৎসব ব্রত উপবাসের মাধ্যমে পালিত হয়। মধ্যরাতে কৃষ্ণের জন্মমূহূর্তে পূজা হয়। ভাগবত পুরাণ থেকে প্রবচন পাঠ করা হয়। এই দুই রাজ্যেই জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব পালিত হয়। জন্মাষ্টমীর দিন উপবাস করার পর নন্দোৎসবের দিন খাবার খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। এদিন খুব সকাল সকাল নানা ধরনের খাবার রান্না করা হয়। এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হ'ল তালের তৈরী বড়া, পিঠে সহ নানান মিষ্টি খাবার।

উঃ পূর্ব ভারতের রাজ্য অসমে ঘরে ঘরে জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করা হয়। অসমে কৃষ্ণ উপাসনার ও নামগানের ঘরকে নামঘর বলে। মন্দির ও নামঘরে এদিন নাম, পুজা এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উত্তর পূর্ব ভারতের আর একটি রাজ্য মণিপুরে এই উৎসবকে বলা 'কৃষ্ণজন্ম' উৎসব। প্রধান অনুষ্ঠান হয় রাজধানী ইম্ফলের দুটি জায়গায়। প্রথমটি গোবিন্দজী মন্দিরে এবং দ্বিতীয়টি ইস্কন মন্দিরে। এই রাজ্যের পারম্পারিক নৃত্যশৈলী কৃষ্ণ গাথার উপর ভিত্তি করে নির্মিত, তাই জন্মাষ্টমী উৎসবের এই রাজ্যে অন্যরকম গুরুত্ব। দক্ষিণ ভারতে উৎসাহের সঙ্গে গোকুলাষ্টমী পালিত হয়। তামিলনাডুতে এই উপলক্ষ্যে ঘরের মেঝে কৃষ্ণের পদচিহ্ন এঁকে অলপনা দিয়ে সাজানো হয়। গীত গোবিন্দ থেকে কৃষ্ণ বন্দনার গান করা হয়।

অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের পঁচাত্তর বছর পূর্তি সম্মাননা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ীরা 'অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চসপ্ততিবর্ষ পূর্তি সম্মাননা' গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন ৩০ সেপ্টেম্বর শিবপুরের রামকৃষ্ণ সোসাল ওয়েলয়েয়ার ট্রাস্ট-এর সভাগৃহে। অনুষ্ঠানে জানা গেল ধ্রুববাবু স্কুল জীবন থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও অন্নপূর্ণা দেবীর ষষ্ঠ সন্তান ধ্রুববাবু প্রথম জীবনে এম.এ. অধ্যয়ন করতে শুরু করার সময়ই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার রূপে যোগ দেন।পরে সেই কাজ ছেড়ে শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) ও পরে নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগে যোগ দেন। আরও . পরে রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে পড়ানোর পাশাপাশি বই লেখার কাজ করে চলেছেন। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে তিনি ইতিমধ্যেই ৯১টি কলেজপাঠ্য উপযোগী বই, কবিতার বই ও অন্যান্য বইয়ের এডিট করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে লিখে চলেছেন নিয়মিত। তাঁর বন্ধুদের আশা, তাঁর বইয়ের সংখ্যা যেন ১০০ পেরোয়। শততম বইটি উপহার পাওয়ার জন্য সকলে উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।

সেই দিন অধ্যাপকদের বিভিন্ন বক্তব্যের পরে ছিল ধ্রুববাবুর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আর ছিল তাঁর পত্নী শোভনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গান। অনুষ্ঠান শেষ হয় শুভানুধ্যায়ীদের গান ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে। পাশের ছবিতে অনুষ্ঠানে প্রকাশিত সম্মাননা গ্রন্থটির প্রচ্ছদ।

শিক্ষা আনে চেতনা

সম্পাদকীয়

কৃষ্ণ চরিত্রের প্রতি নানা কারণে মানুষজনের আগ্রহ। কারো কাছে প্রিয় উপাস্য দেবতা, কারো কাছে মহাকাব্যের বর্ণময় চরিত্র, কেউ আবার কৃষ্ণের নানা কীর্তির ভক্ত, কারো কাছে আবার কৃষ্ণ অতি ধুরন্ধর কূটনীতিক। শুধু বড়দের কাছেই নয়, কৃষ্ণের আকর্ষণ ছোটোদের কাছেও। কৃষ্ণের শৈশবের নানা কাণ্ডকারখানা ছোটোদের খুবই প্রিয়। এখন তো আবার কৃষ্ণ কার্টুন চরিত্র হয়ে তাদের আরো প্রিয় হয়ে গেছে। যেভাবেই দেখা হোক না কেন ভারতীয় জনমানসে কৃষ্ণের প্রভাব অস্তিত্ব সীমাহীন। কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণভজন যে ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলে তাতে সকলেই মুগ্ধ হতে বাধ্য। ভজন কীর্তণের বাইরেও কৃষ্ণের কাহিনী নানা ভাবে নানা সময়ে গল্প-উপন্যাস-সিনেমা-নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে। কৃষ্ণের মূর্তি, ছবি শিল্পকলার প্রিয় বিষয়। কত শিল্পী, লেখক, গাইয়ে যে কৃষ্ণের লীলাকে অবলম্বন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সব ছপিয়ে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিতর্ক এবং প্রশ্নের শেষ নেই। কৃষ্ণ কি সত্যিই পৃথিবীতে জন্মেছিলেন? কোন সময় তিনি দ্বারকায় রাজত্ব করেছেন? কতদিন তিনি জীবিত ছিলেন? এমন নানা প্রশ্ন সকলের মনেই উঁকি দিয়ে যায়। কৃষ্ণের মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব দুইই পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা ও ব্যখ্যায় নতুন রূপ পেয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থের নানা তথ্য থেকে তাঁরা কৃষ্ণের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করেছেন। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে আকর গ্রন্থ মহাভারত এবং পুরাণ। অলৌকিকতাকে বাদ দিয়ে প্রকৃত সত্যটিকে বেছে নেওয়ার জন্য দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিদেশী পণ্ডিতরাও বিচার বিশ্লেষণ করে যে সব সময়কাল নির্ণয় করেছেন তাতে খুব বেশী পার্থক্য নেই। সবদিক বিচার করে কৃষ্ণ চরিত্রের বর্ণময়তা স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগে পত্রিকার কৃষ্ণ ভজা। আমাদের কাজ শুধু যে যেভাবে কৃষ্ণকে দেখেন, ভগবান বা মানুষ, সেই দেখার দিকটিকে কিছুটা তথ্য সমৃদ্ধ করা। ভারতের প্রাচীন এক উৎসব জন্মাষ্টমী, সেই উৎসবে সামিল হয়ে আরো বড় উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য পাঠকদের কাছে আগাম বার্তা দেবে পত্রিকার এই সংখ্যা।

চতুর্বিংশতি কেশব নাম

বৈষ্ণবদের বিশ্বাস বিষ্ণু অনন্তনামা। তাঁর সেই অগণিত নামের মধ্যে থেকে চব্বিশটি নাম নিয়ে বৈষ্ণবরা 'চতুর্বিংশতি কেশব নাম' রচনা করেছেন। মহাভারতে বিষ্ণুর এই চব্বিশ-রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তার আগে 'অগ্নি পুরাণ'-এ 'রূপমানন্দন' এবং 'অপরাজিতাপ্রশ্ন' অংশে এই চব্বিশটি রূপের বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও ভাগবত এবং বিষ্ণু পুরাণেও এই চব্বিশটি রূপের বিবরণ আছে। বৈষ্ণবদের কাছে এই চব্বিশটি নাম অত্যন্ত পবিত্র। সমস্ত বৈদিক পূজার্চনার শুরুতে এই নামগুলি উচ্চারণ করা হত। বিষ্ণুর এই চব্বিশটি নামে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তির কল্পনা করা হয়। এই নামগুলি হ'ল —

কেশব।।	নারায়ণ ।।	মাধব ।।	গোবিন্দ ।।	বিষ্ণু ।।	মধুসূদন ।।
ত্রিবিক্রম ।।	বামন ।।	শ্রীধর ।।	হৃষিকেশ ।।	পদ্মনাভ ।।	দামোদর ।।
সঙ্কর্ষণ ।।	বাসুদেব ।।	প্রদ্যুম্ন ।।	অনিরুদ্ধ ।।	পুরুষোত্তম ।।	অধ্যক্ষজ ।।
নৃসিংহ ।।	অচ্যুত ।।	জনার্দন ।।	উপেন্দ্র ।।	হরি ।।	কৃষ্ণ ।।

কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা ছিলেন শ্রী চৈতন্য। বৈষ্ণবদের প্রধান উপাস্য ভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁদের মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ'। এই মন্ত্রে 'হরে' বলতে বিভ্রম দূরকারী 'হরি'কে বোঝায়, কিংবা 'হরা' অর্থাৎ রাধাকে বোঝায়। 'রাধা' হলেন কৃষ্ণের শক্তি তাই হরে শব্দটি শক্তিকেও বোঝায়। 'কৃষ্ণ' এবং 'রাম' বলতে পরম ঈশ্বরকেই বোঝায়। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ভীষ্ম কৃষ্ণের বন্দনা করার সময় তাঁকে 'রাম' নামে সম্বোধন করেন। আবার 'রাধারমণ' নামের সংক্ষিপ্তরূপও 'রাম'। অর্থ যাই হোক প্রকৃত উদ্দেশ্য হরি চরণে ভক্তি নিবেদন। কৃষ্ণের অগণীত নামের মধ্যে একশতআটটি নাম বৈষ্ণবরা পরম ভক্তিতে জপ করেন। কৃষ্ণকে প্রণতি জানানোর এই নামগুলি হ'ল —

ওঁ অচলায় নমঃ ।।	ওঁ জগদীশায় নমঃ ।।	ওঁ প্রজাপতিয়ায় নমঃ ।।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।।	ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ।।	ওঁ পূণ্যাহায় নমঃ ।।
ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ।।	ওঁ জনার্দণায় নমঃ ।।	ওঁ রবিলোচনায় নমঃ ।।
ওঁ আদিদেবায় নমঃ ।।	ওঁ জয়ন্তায় নমঃ ।।	ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।।
ওঁ আদিত্যায় নমঃ ।।	ওঁ জ্যোতিরাদিত্যায় নমঃ ।।	ওঁ সহস্রজিতায় নমঃ ।।
ওঁ অজন্মায় নমঃ ।।	ওঁ কমলনাথায় নমঃ ।।	ওঁ সাক্ষীবে নমঃ ।।
ওঁ অজয়ায় নমঃ ।।	ওঁ কমলনয়নায় নমঃ ।।	ওঁ সনাতনায় নমঃ ।।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।।	ওঁ কংসন্টকায় নমঃ ।।	ওঁ সর্বজনায় নমঃ ।।
ওঁ অমৃতায় নমঃ ।।	ওঁ কঞ্জলোচনায় নমঃ ।।	ওঁ সর্বপালকায় নমঃ ।।
ওঁ আনন্দসাগরায় নমঃ ।।	ওঁ কেশবায় নমঃ ।।	ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ ।।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।।	ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।।	ওঁ সত্যবচনায় নমঃ ।।
ওঁ অনন্তজিতায় নমঃ ।।	ওঁ লক্ষ্মীকান্তায় নমঃ ।।	ওঁ সত্যব্রতায় নমঃ ।।
ওঁ অন্ময়ে নমঃ ।।	ওঁ লোকাধ্যক্ষায় নমঃ ।।	ওঁ শান্তায় নমঃ ।।
ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ ।।	ওঁ মদনায় নমঃ ।।	ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।।
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ ।।	ওঁ মাধবায় নমঃ ।।	ওঁ শ্রীকান্তায় নমঃ ।।
ওঁ অভুক্তায় নমঃ ।।	ওঁ মধুসূদনায় নমঃ ।।	ওঁ শ্যামবে নমঃ।।
ওঁ বিহারীয়ে নমঃ ।।	ওঁ মহেন্দ্রায় নমঃ ।।	ওঁ শ্যামসুন্দরায় নমঃ ।।
ওঁ বালগোপালায় নমঃ ।।	ওঁ মনমোহনায় নমঃ ।।	ওঁ সুদর্শনায় নমঃ ।।
ওঁ বালকৃষ্ণায় নমঃ ।।	ওঁ মনোহরায় নমঃ ।।	ওঁ সুমেধায় নমঃ ।।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ।।	ওঁ ময়ূরায় নমঃ ।।	ওঁ সুরেশমায় নমঃ ।।
ওঁ দানবেন্দ্রায় নমঃ ।।	ওঁ মোহনায় নমঃ ।।	ওঁ স্বর্গপতিবে নমঃ ।।
ওঁ দয়ালুয়ায় নমঃ ।।	ওঁ মুরলীয়ায় নমঃ ।।	ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।।
ওঁ দয়ানিধীয়ায় নমঃ ।।	ওঁ মুরলীধরায় নমঃ ।।	ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ ।।
ওঁ দেবাদিদেবায় নমঃ ।।	ওঁ মুরলীমনোহরায় নমঃ ।।	ওঁ বৈকুণ্ঠনাথায় নমঃ ।।
ওঁ দেবকিনন্দনায় নমঃ ।।	ওঁ নন্দকুমারায় নমঃ ।।	ওঁ বির্ধমানায় নমঃ ।।
ওঁ দেবেশায় নমঃ ।।	ওঁ নন্দগোপালায় নমঃ ।।	ওঁ বাসুদেবপুত্রায় নমঃ ।।
ওঁ ধর্মাধ্যক্ষায় নমঃ ।।	ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।।	ওঁ বিষ্ণুবে নমঃ ।।
ওঁ দ্রাভিনায় নমঃ ।।	ওঁ নবনীতচোরায় নমঃ ।।	ওঁ বিশ্বদক্ষিণায় নমঃ ।।
ওঁ দ্বারকাপতিয়ে নমঃ ।।	ওঁ নীরঞ্জনায় নমঃ ।।	ওঁ বিশ্বকর্মায় নমঃ ।।
ওঁ গোপালায় নমঃ ।।	ওঁ নীর্গুণায় নমঃ ।।	ওঁ বিশ্বমূর্তিবে নমঃ ।।
ওঁ গোপালপ্রিয়য়ে নমঃ ।।	ওঁ পদ্মহস্তায় নমঃ ।।	ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।।
ওঁ জ্ঞানেশ্বরায় নমঃ ।।	ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।।	ওঁ বিশ্বাত্মায় নমঃ ।।
ওঁ হরিয়ে নমঃ ।।	ওঁ পরব্রাহ্মণায় নমঃ ।।	ওঁ বিশ্বপর্বায় নমঃ ।।
ওঁ হিরণ্যগর্ভায় নমঃ ।।	ওঁ পরমাত্মায় নমঃ ।।	ওঁ যাদবেন্দ্রায় নমঃ ।।
ওঁ হৃষিকেষায় নমঃ ।।	ওঁ পরমপুরুষায় নমঃ ।।	ওঁ যোগীয়ায় নমঃ ।।
ওঁ জগদগুরুবে নমঃ ।।	ওঁ পার্থসারথীবে নমঃ ।।	ওঁ যোগীনামপতিবে নমঃ ।।

ছোটদের পাতা

২০১৩'র ১জানুয়ারী সংখ্যা থেকে 'জেলার খবর সমীক্ষা' পত্রিকায় ছোটদের জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ শুরু হয়েছে। এই বিভাগটির উদ্দেশ্য ছোটদের ভাবনাকে প্রকাশ করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। অনেক নামি দামি পত্রিকাতেই ছোটোদের পাতা আছে। তাতে ছোটদের আঁকা, লেখাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার 'ছোটদের পাতা'র পার্থক্য আছে। পত্রিকার এই বিভাগটি ছোটদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। ছোটরাই বিষয়বস্তু ঠিক করবে, তথ্য ও খবর সংগ্রহ করবে। সেই সব তথ্য খবরকে বিষয় করে তারাই রূপ দেবে 'ছোটদের পাতা'কে। ছোটদের পাতা'য় কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে তার সেরা বাছাইয়ের দায়িত্বও ক্ষুদে বিচারকদের।

তোমরা যারা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে চাও তারা শীঘ্রই যোগাযোগ কর। তাছাড়া, কেমন লেখা পড়তে চাও, কি বিষয়ে জানতে চাও এসবও লিখে জানাতে পারো।

বালক কৃষ্ণকে নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে। সেই সব মজাদার কীর্তিকলাপের কয়েকটি রইল তোমাদের জন্য, তোমাদের পাতায়। আশাকরি ভালো লাগবে তোমাদের।

কৃষ্ণ ও বকাসুর

একদিন কৃষ্ণ বলরাম তাদের রাখাল বন্ধুদের সাথে গরু চরাচ্ছিল। দুপুরবেলা গরু বাছুরদের জল খাওয়াবার জন্য একটা বড়ো সরোবরের তীরে নিয়ে আসে। গরু বাছুরদের জল খাওয়া হলে তারা সকলে সেই সরোবরের মিষ্টি জল পান করল। জল পান করে তারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সরোবরের তীরে উঠে আসতেই দেখে এক বিশালাকার সারস তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এটাই বকাসুর, রাক্ষসী পুতনার ভাই। কংস বকাসুরকে গোকুলে পাঠিয়ে ছিল কৃষ্ণকে মারার জন্য। বকাসুর একটা বিরাট আকারের বকের রূপ নিয়ে, বড় বড় দুটো ঠোঁট দিয়ে তাদের ধরে গিলে নিতে চাইছিল। হঠাৎই সে কৃষ্ণকে তার ছুঁচাল ঠোঁট দিয়ে ধরে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে। এই দৃশ্য দেখে বলরাম ও অন্য রাখাল ছেলেরা ভয়ে আঁৎকে ওঠে। তাদের প্রায় জ্ঞান হারিয়ে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়। এদিকে কৃষ্ণকে বকাসুর পুরো গিলে ফেলেছে। কিন্তু কৃষ্ণকে গেলার পর থেকেই বকাসুরের গলায় প্রচণ্ড জ্বলুনি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে বকাসুর দম আটকে ছটফট করতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে সে মুখের ভেতর থেকে কৃষ্ণকে বাইরে উগড়ে দেয়। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সে আবার লম্বা ছুঁচালো ঠোঁট দিয়ে কৃষ্ণকে খোঁচা দিতে শুরু করে। কৃষ্ণ এবার বকাসুরের দুটো ঠোঁট ধরে ফেলে। তারপর জোর টান মেরে বকাসুরকে মাটিতে ফেলে দেয়। এবার পায়ে করে একটা ঠোঁট মাটির সঙ্গেচেপে ধরে অন্য ঠোঁটটা হাতে করে ধরে বকাসুরের মুখটা ছিঁড়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ বকাসুরের মৃত্যু হয়। কংস আবার কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হল।

কৃষ্ণ ও তৃণাবর্ত

একদিন মা যশোদা কৃষ্ণকে ঘরের দাওয়ায় মাটিতে বসিয়ে রেখে ঘরের ভেতর গেছেন কিছু কাজকর্ম সারতে, ঠিক তখনই তৃণাবর্ত নামে এক দৈত্য হাজির হল। তাকেও কংসই পাঠিয়েছে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। তৃণাবর্ত এদিক ওদিক দেখতে দেখতে আসছিল। হঠাৎই তার চোখে পরে কৃষ্ণ একা, কাছেপিঠে কেউ নেই। ঝপ করে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে সে অনেক ওপরে উঠে যেতে থাকে। এবার সে ঝড়ের রূপ নিয়ে সমস্ত গোকুলকে ধুলোয় ঢেকে ফেলতে থাকে। গোকুলবাসী ভয়ে যে যার ঘরের দিকে দৌড়তে থাকে। মা যশোদা কৃষ্ণকে দাওয়া থেকে কোলে তুলে নিতে এসে দেখেন ছেলে নেই। নানা জায়গায় খুঁজেও ছেলেকে না পেয়ে তিনি মাটিতে পরে কাঁদতে থাকেন। এদিকে তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে নিয়ে উপর দিকে উড়ে যেতে থাকল। অনেক ওপর থেকে কৃষ্ণকে মাটির ওপর আছড়ে ফেলবে সে। কিন্তু যত সে ওপরের দিকে উঠতে থাকল ততই তার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে থাকল। তার মনে হতে লাগল কৃষ্ণ প্রচণ্ড ভারী হয়ে উঠছে। একসময় ভার বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের মতো হয়ে গেল। শিশু কৃষ্ণকে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে দেখে সে তার গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। কৃষ্ণ তৃণাবর্তের গলা এমন চেপে ধরল যে তার দম আটকে আসতে লাগল। তার ওপর পাহাড় সমান ভার দেহের ওপর। তৃণাবর্ত আর সহ্য করতে পারল না। তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। আকাশ থেকে সজোরে আছড়ে পরল সে মাটির ওপর। বিশাল আকারের দৈত্যকে দেখতে সমস্ত গোকুলবাসী ছুটে এল। দেখল রাক্ষসের বুকের ওপর বসে শিশু কৃষ্ণ খেলা করছে, মা যশোদার সঙ্গে সমস্ত গেকুলবাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কৃষ্ণ ও কুবলয়পীড়া

একদিন কৃষ্ণ বলরাম সকালবেলায় স্নান করতে ব্যস্ত, হঠাৎই জোরে জোরে ঢোল বাজার শব্দ তাদের কানে এল। ভালো করে ঘোষণা শুনে জানতে পারল একটা মল্লযুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে। দুই ভাই স্নান সেরে তক্ষুনি ছুটল। সেখানে পৌঁছে তারা দেখল ময়দানে ঢোকার মুখে কুবলয়পীড়া নামে একটা বিশালাকার হাতি দাঁড়িয়ে আছে। দুই ভাইকে আসতে দেখে মাহুত ইচ্ছা করেই ময়দানে প্রবেশপথের সামনে হাতিটিকে দাঁড় করিয়ে দিল। কৃষ্ণ মাহুতকে বলল হাতিটাকে সরিয়ে নিয়ে তাদের ভেতরে ঢুকতে দিতে। তাতে কোনো কাজ না হওয়ায় কৃষ্ণ মাহুতকে বলল হাতিটাকে তক্ষুনি না সরালে মাহুত ও হাতি দুজনকেই সে মেরে ফেলবে। কৃষ্ণের এই কথা শুনে মাহুত কুবলয়পীড়াকে অত্যন্ত উত্যক্ত করে কৃষ্ণের দিকে লেলিয়ে দিল। প্রচণ্ড রাগে হাতিটা কৃষ্ণকে শুঁড়ে করে পেঁচিয়ে শূন্যে তুলে ধরল। কিন্তু কৃষ্ণ শুঁড়ের বাঁধন থেকে সহজেই গলে বেরিয়ে এল। হাতিটার কপালে বিশাল জোরে একটা মুষ্টি ঘাত করে হাতির পায়ের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ল। হাতি প্রচণ্ড রেগে গেল কিন্তু কৃষ্ণকে দেখতে পেলনা। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের গন্ধ পেয়ে আবার তাকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে ফেলে। কিন্তু এবারেও কৃষ্ণ বেরিয়ে গেল। এবার হাতির লেজ ধরে টানতে টানতে অনেকটা দূর নিয়ে গেল। হাতিটা রাগে পাগল হয়ে উঠল। কৃষ্ণ মত্ত হাতির দাঁত দুটো ধরে এমন টান দিল যে মাহুত সমেত হাতিটার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তুমিও লিখতে পারো ছোটদের পাতাতে। তোমাদের কবিতা গল্প আঁকায় ভরে উঠবে 'ছোটদের পাতা'। আর নিয়মিত এই কাগজটা সংগ্রহ করতে চাইলে আজই 'জেলার খবর সমীক্ষা'-র বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাও। বছরে মোট ২৪টি সংখ্যার সঙ্গে বিশেষ 'শারদ সংখ্যা'র জন্য তোমাকে দিতে হবে এককালীন ৬০ টাকা। আর না হলে প্রতিটি সংখ্যা ২টাকা এবং শারদ সংখ্যা ২০টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারো। তোমার লেখা ও গ্রাহক হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

ঃ কৃষ্ণ জন্মকথা ঃ

মথুরার রাজা উগ্রসেনের দুইটি সন্তান — রাজপুত্র কংস এবং রাজকুমারী দেবকী। রাজা উগ্রসেন প্রজাবৎসল হলেও তাঁর পুত্র কংস ছিলেন নির্মম অত্যাচারী। রাজকুমারী দেবকী বসুদেব নামে এক সৎ এবং ধার্মিক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। বোনের প্রতি ভালোবাসায় কংস নিজে রথ চালিয়ে সদ্য বিবাহিত দম্পতিকে পৌঁছে দিতে যান। বিবাহস্থল থেকে দেবকী এবং বসুদেব বেরিয়ে আসার সময় কংস একটি দৈববাণী শুনতে পান। দৈববাণী জানায় দেবকীর অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে। একথা শুনে কংস নিজের বোন দেবকীকেই হত্যা করতে উদ্যত হন। বসুদেব কংসকে নিরস্ত্র করেন এবং দেবকীর প্রাণ ভিক্ষা করেন। বসুদেব কংসকে কথা দেন যে তিনি যদি দেবকীকে হত্যা না করেন তাহলে দেবকীর প্রতিটি সন্তানকেই কংসের হাতে তুলে দেবেন। অত্যাচারী হলেও কংস নিজের হাতে বোনকে হত্যা করতে চাইছিলেন না, এই বিকল্প ব্যবস্থায় তিনি রাজি হলেন এবং দেবকী-বসুদেবকে নিজের প্রাসাদে একটি কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

কারাগারের পাহারাদারদের কংস নির্দেশ দিলেন দেবকীর সন্তান জন্মালেই যেন তাঁকে খবর পাঠানো হয়। দেবকীর প্রথম সন্তান জন্মানোর খবর পেয়ে কংস কারাগারে এলেন এবং সদ্যজাত শিশুটিকে কারাগারের দেওয়ালে আছাড়ে মেরে ফেললেন। এভাবে দেবকী-বসুদেবের ছয়টি সন্তান জন্মাল এবং প্রতিবার কারাগারের পাহারাদাররা কংসের কাছে খবর পাঠাল এবং কংস একইভাবে তাদের হত্যা করলেন। সপ্তম সন্তান জন্মের সময় দেবকী এবং বসুদেব চাইলেন শিশুটিকে যেমন করেই হোক রক্ষা করবেন। বসুদেব দেখলেন পাহারাদাররা সব ঘুমিয়ে রয়েছে। সুযোগ বুঝে সদ্যজাত শিশুটিকে নিয়ে গোকুলে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিনীর কাছে রেখে আবার কারাগারে ফিরে আসেন। এই শিশুটিই কৃষ্ণের বড়ভাই বলরাম। পরদিন সকালে বসুদেব কংসকে খ বর পাঠান যে দেবকীর সপ্তম সন্তান জন্মায়নি। কংস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দেবকী এবং বসুদেবকে লোহার শিকলে বেঁধে রাখলেন।

শ্রাবণ মাসের অষ্টম রাত্রীতে দেবকী-বসুদেবের অষ্টম সন্তানের জন্ম হল। সে রাত্রে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। শিশুটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বসুদেবের সমস্ত শিকলের বাঁধন খুলে গেল। বসুদেব দেখলেন পাহারাদাররা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কারাগারের দরজাও আপনা থেকেই খুলে গেল। বসুদেব ঠিক করলেন সদ্যজাত শিশুটিকে তিনি গোকুলে তাঁর বন্ধু নন্দের কাছে রেখে আসবেন। শিশুটিকে নিয়ে তিনি একটি ঝুড়ির মধ্যে রাখলেন। ঝুড়িটি মাথায় করে তিনি গোকুল চললেন। যমুনা নদীর অন্য পাড়ে গোকুল। গোকুল য়েতে গেলে যমুনা নদী পেরোতে হবে। ঐ ঝড় বৃষ্টির রাতে উত্তাল যমুনা পার করা খুব কঠিন কাজ। বসুদেব ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন তংকে গোকুল যাওয়ার রাস্তা করে দিতে। বসুদেবকে অবাক করে যমুনা নদী দুভাগ হয়ে গেল। বসুদেব সেই পথে যমুনা পার হয়ে গোকুল পৌঁছে গেলেন। নন্দের বাড়ি পৌঁছে বসুদেব দেখলেন নন্দ এবং তাঁর পত্নী যশোদা ঘুমিয়ে আছেন। নন্দের পত্নী যশোদা সেইদিনই একটি কন্যার জন্ম দিয়েছেন। বসুদেব নন্দের কন্যাকে তুলে নিয়ে সেই যায়গায় তাঁর পুত্রকে রেখে দিলেন। বসুদেব ভাবলেন কংস কন্যাটিকে হত্যা করবেন না, কারণ তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে দেবকীর পুত্র। ঝুড়িতে শিশু কন্যাটিকে নিয়ে বসুদেব আবার মথুরায় ফিরে এলেন। বসুদেব কংসের কারাগারের অন্ধকূপে প্রবেশ করা মাত্র সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং শিশু কন্যাটি কাঁদতে শুরু করে দিল। সেই কান্না শুনে পাহারাদারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা কংসের কাছে খবর পাঠাল যে অষ্টম সন্তানের জন্ম হয়েছে।

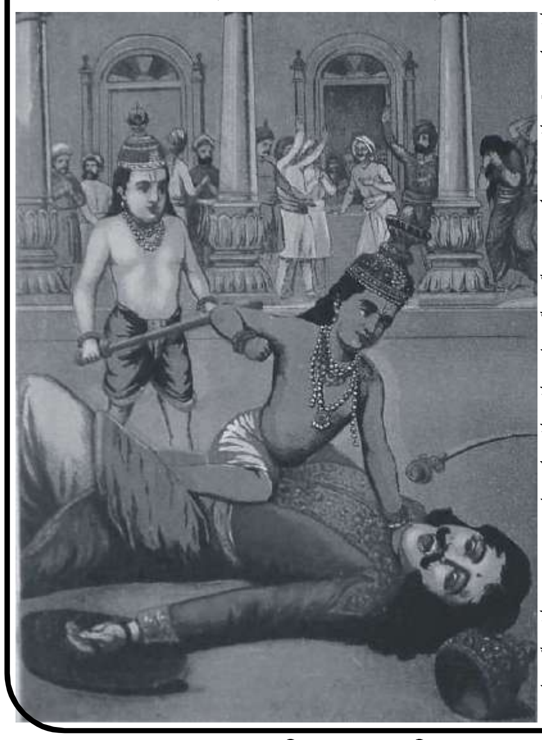

পাহারাদারদের কাছে সন্তান জন্মের কথা শুনে কংস অন্ধকূপে ছুটে এলেন। কংস প্রতিবারের মত শিশুটিকে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে গেলে বসুদেব শিশুটির প্রাণভিক্ষা চান। বলেন এই শিশুটি কন্যা। একটি কন্যা শিশু তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু দুষ্ট কংস বসুদেবের কোনো কথায় কান না দিয়ে শিশুটিকে কারাগারের মেঝেতে আছাড় মারা মাত্রই শিশুটি দেবী যোগমায়ার রূপ নিল। দেবী কংসকে বললেন — ''ওরে মূর্খ! আমায় হত্যা করে তুই কী পাবি? তোকে যে বিনাশ করবে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে।''

নন্দের ঘরে নন্দদুলাল সকলের চোখের মণি হয়ে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। বড় হয়ে কৃষ্ণ মথুরায় আসেন এবং অত্যাচারী কংসকে হত্যা করে মাতা দেবকী এবং পিতা বসুদেবকে কংসের কারাগার থেকে উদ্ধার করেন।

কুইজ

বিষয় কৃষ্ণ

প্রতি বছর **শ্রাবণ মাসের অষ্টমী তিথিতে** দেশজুড়ে **জন্মাষ্টমী উৎসব** পালিত হয়। এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন **কৃষ্ণ**। মহাবারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রই শুধু তিনি নন, পণ্ডিতরা তাঁর ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে বিচার করছেন। সেই কৃষ্ণকে নিয়ে তোমাদের জন্য রইল বিশেষ ক্যুইজ।

১ কৃষ্ণের জন্মদিনটিতে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের আর একটি নাম আছে। সেটি কী?

২ মহারাষ্ট্রে জন্মাষ্টমী পালন করা হয় একটি বিশেষ রীতিতে। বেশ খানিকটা উঁচুতে একটা হাঁড়ি ঝোলানো থাকে, লোকেরা একজনের ওপর আর একজন এইভাবে সিঁড়ি বানিয়ে হাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সেটি ভেঙে পুরস্কার জেতে। এই প্রথাটিকে কী বলে?

৩ কৃষ্ণের শঙ্খের নাম কী?

৪ কৃষ্ণের দুই জন পিতা ও দুইজন মাতা। তাঁদের নাম কী?

৫ জন্মাষ্টমীর পরের দিনটিতেও একটি উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের নাম কী?

৬ কংসকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বৃন্দাবনে রথ নিয়ে এসেছিলেন এক সারথী। ইনি কে?

৭ কৃষ্ণের পুত্রের নাম শাম্ব। কৃষ্ণের কোন পত্নীর সন্তান ছিলেন তিনি?

৮ কৃষ্ণের বহু নামের একটি হল 'গোপাল'। গোপাল নামের অর্থ কী?

৯ কৃষ্ণের অনেকগুলি স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান যিনি তাঁকে লক্ষ্মীর অবতার বলা হয়। কে ইনি?

১০ কৃষ্ণের দুই স্ত্রী সত্যভামা এবং জাম্ববতীর সঙ্গে বিবাহের মূলে রয়েছে একটি বহুমূল্য মণি। এই মণিটি চুরির মিথ্যা অপবাদ দূর করতে কৃষ্ণ তাঁর দলবল নিয়ে খোঁজ করতে বেরিয়ে পরেন। জাম্ববতীকে বিবাহ করে কৃষ্ণ মণিটি হস্তগত করেন এবং সত্যভামার পিতাকে ফিরিয়ে দেন। কী নাম সেই মণিটির?

---

১. গোকুলাষ্টমী, ২. দহি হাণ্ডি, ৩. পাঞ্চজন্য, ৪. কৃষ্ণের জনক বসুদেব, জননী দেবকী, পালক পিতা নন্দ এবং পালিকা মাতা যশোদা, ৫. নন্দোৎসব, ৬. অক্রুর, ৭. জাম্ববতী, ৮. গো অর্থাৎ গোরুদের রক্ষাকর্তা, ৯. রুক্মিনী, ১০. সামন্তক মণি।

কৃষ্ণ ক্যুইজের উত্তর

কুইজ

প্রতিমাসের ১তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১তারিখের সংখ্যায় তেমনি প্রতিমাসের ১৫তারিখের সংখ্যার কুইজের উত্তর থাকবে পরের মাসের ১৫ তারিখের সংখ্যায়। এই সময়ের মধ্যে তোমরা কুইজের উত্তর পাঠাও। প্রতিসংখ্যার একজন করে সঠিক উত্তরদাতা পুরস্কার পাবে। তাই আর দেরি না করে ঠিক উত্তর লিখে তোমার নাম ঠিকানা বয়স শ্রেণী এবং ফোন নম্বর দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দাও। ই-মেলেও যোগাযোগ করতে পারো এই ঠিকানায় — jaharchatterjee1969@gmail.com

(মূল প্রবন্ধের অংশবিশেষ পুরাতন বানানসহ মুদ্রিত হ'ল)

কৃ ষ্ণ চ রি ত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে. শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং — ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না, কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা লেখাপড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ!" বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাকি পুষিলে তাহাকে "রাধে কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণরাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইঁহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবব্বচরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?

ভগবব্বচরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন ধর্ম্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূণ্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যাঁহার সেরূপ বিশ্বসযুক্ত নহেন, তাঁহার বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি? প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় — (১) মহাভারত, (২) হরিবংশ, (৩) পুরাণ — এই প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে। ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণগুলিতে আছে। মহাভারতের সঙ্গে অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকিবার কথা। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার ইপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে, যাহা নাই — পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে।

অতএব মহাভারত সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পূরণার্থ মাত্র। যাহা সর্ব্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কি কিছু আছে? সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলে কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশতা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে — মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদের শিষ্য। তাঁহদের আপত্তি দুই প্রকার — (১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না। (২) আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদের কথা ছিলনা। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবির কল্পনামাত্র। দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়রা বলেন কলির আরম্ভের ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময় বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির প্রবৃত্তিমাত্রে পাণ্ডবরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরম্ভেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪৯৯২ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

দুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খন্ডন আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। রাজতরঙ্গিনীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনর্দ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে আছে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশ পূর্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইণহাদের সমসূত্রে যে মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থির নক্ষত্র, মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থিরতারা। স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের সামান্য গতি আছে — হিন্দু মতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র — পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে — শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে। দ্বাদশ রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্ট্লি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেন, গণনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। আমেরিকার পণ্ডিত হুইটনি সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণ-চেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে।

পুরাণকার ঋষি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সমযে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্বাষাঢ়ায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে। মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র, যথা — মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ P১০০ = সহস্র বৎসর অন্তর। বিষ্ণুপুরাণে আছে — মহাপদ্ম এবং তাঁর পুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন। — তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঐ ৩১৫ অঙ্কের সহিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫+১১১৫ = ১৪৩০ খ্রীঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫।

সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায় — গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না — বৎসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য থাকেন, সেইস্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাতবিন্দু বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ পরে অয়ন পরিবর্তন হয়। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণ বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান। মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আর হয় না। ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্বদিনকে মকরসংক্রান্তি বলে। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত , এবং তখনই ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইত। এখন ৭ই বা ৮ই পৌষ উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত বিন্দুরও একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত বিন্দু বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু কোন দিন তাহা উল্লেখ নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিনের তফাৎ। ৪৮ দিনের রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাতিে পারে, ৪৮ অংশ পুরা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা কোন মতেই হইতে পারে না।

ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়। হুইলার সাহেব বলেন, দ্বারকা হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মহাবারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন তিনিই বোধ হয়, হুইলার সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বলেন যে, বৌদ্ধশ্রাস্ত্রে কৃষ্ণনাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্দশ্রাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্দশ্রাস্ত্রর মধ্যে সূত্রপিটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসূর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধরা যে কৃষ্ণকে অসূর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসূর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন 'মার'। কৃষ্ণপ্রচারত অপূর্ব নিষ্কামধর্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬। ১১৭ সূক্তে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বাসুদেবনন্দন নহেন। অষ্টম মণ্ডলে ৮৫। ৮৬। ৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪৩। ৪৪। সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি ওই সকল সূক্তের ঋষি নহেন, কেন না, পুরুমীঢ়, আজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান প্রভৃতি রাজঋষি যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও ঋগ্বেদ-সূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে কৃষ্ণের নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই, অঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অথর্বসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদু, যযাতির পুত্র, কাজেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পাওয়া যায় যে, মথুরায় যাদবেরা ইক্ষাকুবংশীয়। কথাটা খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে 'বাসুদেব' নাম আছে। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। গোল্ডষ্টুকর প্রমাণ করিয়াছেন যখন পাণিনির সূত্র প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের অবির্ভাব হয় নাই। ঋক, যজুঃ, সামসংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। মক্সমুলার, ডাক্তার মার্টিন হৌগ বলেন, পাণিনির সময় খ্রীঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট।

ঃ শ্রীমদ্ ভাগবৎ গীতা ঃ

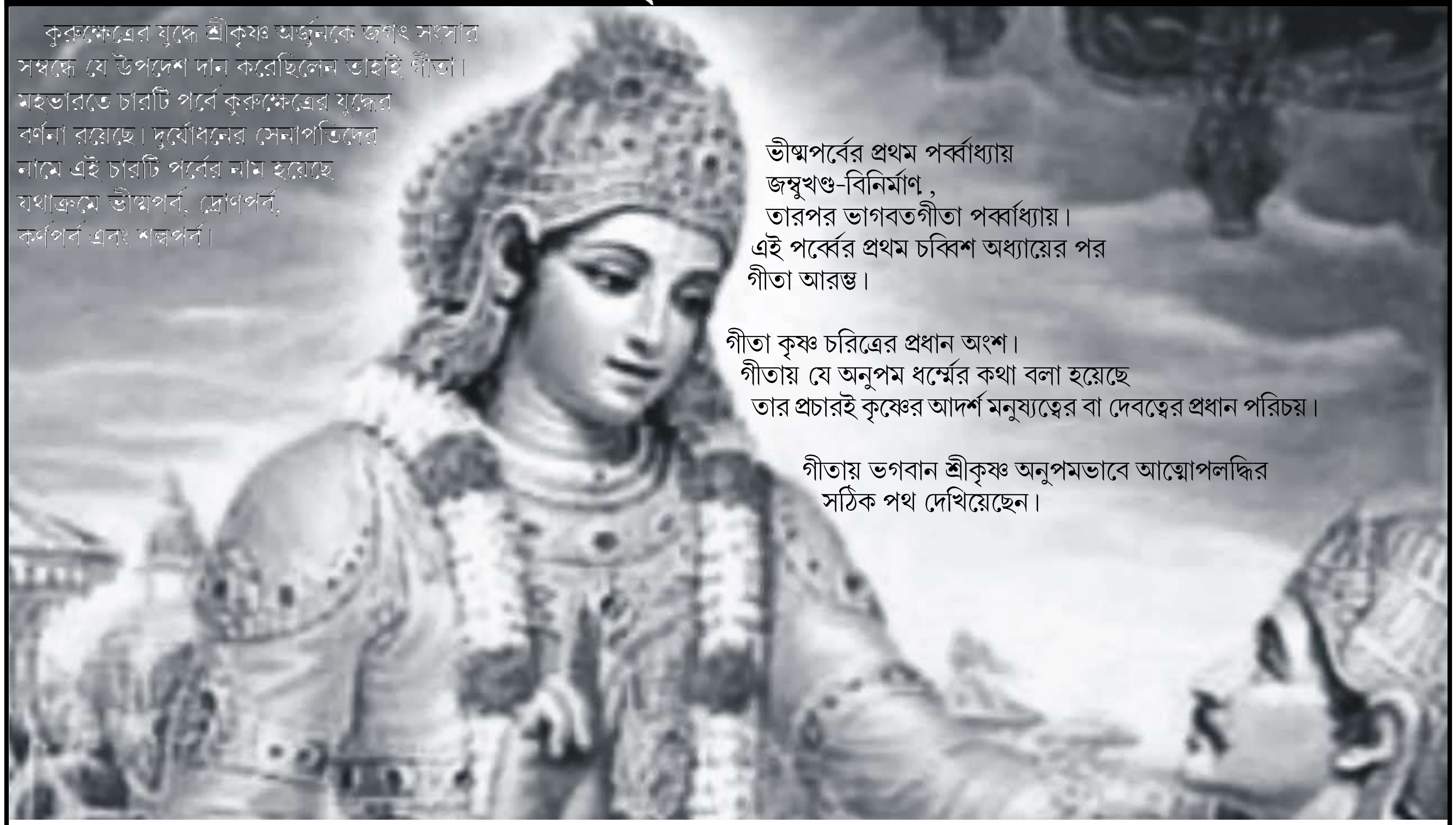

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, আক্ষরিক অর্থ ভগবানের গান। এটি গীতা নামেই পরিচিত। গীতা মহাভারতের একটি অংশ। গীতা হ'ল তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এবং কৃষ্ণের কথোপকথন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের সারথী। ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েও অর্জুন গুরুজন, আত্মীয় পরিজনদের হত্যা করার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যান। তখন কৃষ্ণ তার মনের সমস্ত দ্বিধা দূর করে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। কৃষ্ণের মুখনিসৃত এই জ্ঞানগর্ভ শ্লোকগুলিই গীতা।

ভাগবত গীতার ১৮টি অধ্যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশ অধ্যায়ই গীতা। এতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ৭০০টি শ্লোক আছে। যদিও প্রাচিন পুঁথিতে ৭৪৫টি শ্লোক পাওয়া গেছে। শ্লোকগুলি কাব্যিক ছন্দে উপমা ও রূপকসহ বর্ণিত হয়েছে। এগুলি মূলত সংস্কৃত কাব্যের অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত, কিছু শ্লোকের ক্ষেত্রে ত্রিষ্টুভ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত গীতা অংশের প্রতিটি অধ্যায়ের আলাদা শীরোনাম নেই, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গীতাগ্রন্থে প্রতিটি অধ্যায় যোগের এক একটি রূপ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ, গীতার প্রতিটি অধ্যায় যোগের মতই আমাদের দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শেখায়। গীতায় যোগ বলতে পরমব্রহ্মের সাথে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা অর্জনের বিদ্যাকেই বোঝায়। গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় কর্ম্ম যোগ অর্থাৎ চূড়ান্ত লক্ষ্য, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ের বিষয় ভক্তিযোগ অর্থাৎ ধর্মানুরাগ এবং ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিষয় জ্ঞান যোগ অর্থাৎ লক্ষ্য স্বয়ং। গীতা কর্ম্মযোগের মাধ্যমে মুক্তির উপায় দেখিয়েছে। কর্ম্মযোগের পথ কর্ম্মসম্পাদনের গুরুত্বকে নির্দেশ করে। এই কর্ম্মসম্পাদন সমস্ত রকম ফল প্রত্যাশা আর কামনার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এমন আসক্তিহীন কর্ম্মকেই গীতায় 'নিষ্কাম কর্ম' বলা হয়েছে। যদিও এই 'নিষ্কাম কর্ম্ম' শব্দটি গীতায় কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

মূল ভাগবত গীতার অংশ না হলেও গীতা গ্রন্থের প্রথমে আছে ৯টি শ্লোকের একটি ভূমিকা। একে গীতা ধ্যান বা ধ্যান শ্লোক বলে। এই শ্লোকগুলিতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, পরিসংখ্যান, সত্তাসমূহকে অভিবাদন জানানো হয়েছে। গীতার সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ককেও নির্দেশ করা হয়েছে। গীতা পাঠ শুরুর আগে এই শ্লোকগুলি পাঠ করা একটি প্রচলিত রীতি।

গীতায় আঠারোটি অধ্যায়। এই অধ্যায় গুলি হল —

(১) **বিষাদ যোগ**
যুদ্ধফলের কারণ বিষাদ (৪৬টি শ্লোক)

(২) **সংখ্যা যোগ**
আত্মার অমরতার সনাতন তত্ত্ব (৭২টি শ্লোক)

(৩) **কর্ম্ম যোগ**
মানবের নিত্য কর্ম্ম (৪৩টি শ্লোক)

(৪) **জ্ঞান যোগ**
তত্ত্ব জিজ্ঞাসা (৪২টি শ্লোক)

(৫) **কর্ম্ম বৈরাগ্য যোগ**
কর্ম্ম ও সন্ন্যাস (২৯টি শ্লোক)

(৬) **আত্মসংযম যোগ**
আত্মা সাক্ষাৎকারের বিজ্ঞান (৪৭টি শ্লোক)

(৭) **জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ**
তত্ত্ব জ্ঞান বর্ণন (৩০টি শ্লোক)

(৮) **অক্ষর পরাব্রহ্ম যোগ**
মোক্ষ জ্ঞান বর্ণন (২৮টি শ্লোক)

(৯) **রাজ-বিদ্যা-রাজ-গুহ্য যোগ**
তত্ত্বের গুহ্যজ্ঞান (৩৪টি শ্লোক)

(১০) **বিভূতি-বিস্তার যোগ**
তত্ত্বের অনন্ত মাহাত্ম্য (৪২টি শ্লোক)

(১১) **বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ**
বিশ্বরূপ দর্শন (৫৫টি শ্লোক)

(১২) **ভক্তি যোগ**
ভক্তি পথ বর্ণন (২০টি শ্লোক)

(১৩) **ক্ষেত্র-ক্ষেত্রগ্ন বিভাগ যোগ**
ব্যষ্টি ও সমষ্টি চেতনা (৩৫টি শ্লোক)

(১৪) **গুণাত্রয় বিভাগ যোগ**
প্রকৃতির তিন গুণ (২৭টি শ্লোক)

(১৫) **পুরুষোত্তম যোগ**
তত্ত্বানুভূতি (২০টি শ্লোক)

(১৬) **দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ যোগ**
দৈব এবং অসুর প্রকৃতি বর্ণন (২৪টি শ্লোক)

(১৭) **শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ**
ভৌতিক সত্তার তিন বিভাগ (২৮টি শ্লোক)

(১৮) **মোক্ষ-উপদেশ যোগ**
তত্ত্বের অন্তিম উদ্গার (৭৮টি শ্লোক)

কৃষ্ণ চরিত্রের প্রকৃত রূপটি গীতায় প্রকাশ পেয়েছে। গীতার প্রতিটি অধ্যায়ে কৃষ্ণের দর্শন, শিক্ষা, বোধ, মনোভাব ব্যক্ত হযেছে। তাই গীতাই কৃষ্ণকে চেনার মূল বিষয়।

কৃষ্ণের মত জগতে অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সত্যের কোনকালে অভাব নেই। পরমাত্মাই সত্য, শাশ্বত, অজর, অমর, এমন অপরিবর্তনশীল এবং সনাতন; কিন্তু সেই পরমাত্মা অচিন্ত্য এবং অগোচর, চিত্তের তরঙ্গের অতীত। চিত্ত নিরুদ্ধ করে পরমাত্মাকে লাভ করার বিধি-বিশেষের নাম কর্ম। এই কর্মকে সম্পাদন করে যাওয়াই মানুষের ধর্ম ও দায়িত্ব। এই কর্ম্মই যুগে যুগে অধর্মের বিনাশ ঘটায় এবং ধার্মিকদের রক্ষা করে।

কৃষ্ণ বলেছেন মানুযে র কর্তব্য তার নির্দিষ্ট কর্ম্মগুলি ঠিক ভাবে পালন করা। কিন্তু এই কর্ম্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ফলের বিষযে কোন রকম প্রত্যাশা রাখলে চলবে না। কারণ এই প্রত্যাশাই কর্ম্ম বিচ্যুতি ঘটায়। যেমন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের কর্তব্য যুদ্ধ করা, যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে চিন্তা করা নয়। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় ঘটবে। যাই ঘটুক, তার স্বাভাবিক আচরণে বিচ্যুতি ঘটা উচিৎ নয়। জ্যয়র ফলে অহঙ্কার বা পরাজ্যয়র ফলে হতাশা কোনটিই তাকে অন্য কর্তব্যগুলি পালন করতে কর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত করবে।

কৃষ্ণ এই নিয়ত কর্ম্মকে মানুষের স্বভাবজাত ক্ষমতানুসারে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। কর্ম্ম অবগত হয়ে মানুষ যখন থেকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই অবস্থাতে সে শূদ্র। ক্রমশঃ যখন বিধি আয়ত্তে আসে, তখন সে বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। প্রকৃতির সংঘর্ষকে সহ্য করার ক্ষমতা এবং শৌর্যযুক্ত হলে সেই ব্যক্তিই ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্মের তদ্রূপ হওয়ার ক্ষমতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সেই অস্তিত্বের ওপর নির্ভর থাকার ক্ষমতা - এরূপ যোগ্যতা লাভ হলে সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। তিনি বলেছেন, যার স্বভাবে যে ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া স্বধর্ম।

কৃষ্ণ বলেছেন দেবস্থানে দেবতা বলে কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই। যেখানেই মানুষের শ্রদ্ধা স্থির হয়, তার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর ফল প্রদান করেন, তার শ্রদ্ধা পুষ্ট করেন; কারণ তিনি সর্বত্র। ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন। পূজাস্থলী হৃদয়, বহির্জগৎ নয়। যিনি যাঁকে আদর্শ মানেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু পত্র-পুষ্প অর্পণ করাটাকে ভক্তি মনে করলে, সেটাকে কল্যাণের সাধনা বলে মনে করলে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটবে।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148

জেলার খবর সমীক্ষা এখন ফেসবুকে এই ঠিকানায় **facebook.com/JelarKhabarSamiksha**